ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০৯৮

আগরতলা,২ ডিসেম্বর,২০২৫

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে মহিলার পিত্তনালীতে সফল অস্ত্রোপচার

ধলাই জেলার আমবাসার চন্দ্রাইছড়া এলাকার ৪০ বৎসর বয়সী এক মহিলার দীর্ঘদিন ধরে পেটে ব্যথা,বমি ইত্যাদি উপসর্গে ভুগছিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মহিলার পিত্তথলিতে পাথর (গলব্লাডার স্টোন) সহ লিভার এর সমস্যা ধরা পরে। চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি কুলাই জেলা হাসপাতালে গলব্লাডার অস্ত্রোপচার করার জন্য ভর্তি হন। তখন ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মহিলার গলব্লাডার অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর আবার উনার তীব্র পেট ব্যথা এবং বমি শুরু হয়। এজন্য মহিলাকে আবার কুলাই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তখন চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেন যে উনার বিলিরুবিনের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় তখন কুলাই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। মহিলাকে তখন এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয়। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার এমআরআই রিপোর্টে পিত্তনালীর সংকোচন ও বাইল (পিত্ত রস) লিকেজ দেখতে পান। এদিকে আবার মহিলার জন্ডিসের উপসর্গ দেখা দেয়। এই সমস্যাটি একটি গুরুতর সংক্রমণ এবং এই বাইল লিকেজ বন্ধ করার জন্য মহিলাকে জরুরী ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। তখন মহিলাকে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্ট্রেরোলজিস্ট চিকিৎসক ডাঃ দীপঙ্কর শংকর মিত্রের তত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু করা হয়। ডাঃ মিত্রের তত্ত্বাবধানে পিত্তনালীর সংকোচনজনিত এই সমস্যাটির অস্ত্রোপচার সরকারি ভাবে জিবিপি হাসপাতালেই সম্ভব হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এই জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লিভারের ভেতর থেকে পিত্তনালীর সংকোচন মুক্ত অংশ বার করার জন্য ইন্টেসটাইনের বাইপাস পথ তৈরী করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে ডাঃ দীপঙ্কর শঙ্কর মিত্রের সাথে অন্য সহ চিকিৎসকগণ ছিলেন ডাঃ শ্রাবণা চৌধুরী, ডাঃ সৌরভ গোস্বামী,অ্যানেস্থেসিস্ট ছিলেন ডাঃ অনুপম সরকার এবং নার্সিং অফিসার ছিলেন সঙ্গীতা দাস। এভাবে হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে দীর্ঘ তিন সপ্তাহ থাকার পর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলে গত ১৫ অক্টোবর ২০২৫ মহিলাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান জন আরোগ্য যোজনার অধীন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উক্ত অস্ত্রোপচার করা হয়। এই মহিলাকে পুনরায় এক মাস ফলোআপ চিকিৎসা করার পর তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। বর্তমানে এই ধরনের পিত্তনালীর সংকোচন জনিত সমস্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ রোগ। তাতে রোগী দুর্বল হয়ে যায়, সঙ্গে জন্ডিস ও পেটের ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ থাকে এবং অস্ত্রোপচারই হল এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। এই ধরনের রোগের চিকিৎসা এখন উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিয়মিত ভাবেই প্রদান করা হচ্ছে। দীর্ঘ এক মাস এই মহিলা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের আইসিইউ এবং ওয়ার্ডে ভর্তি থাকার পর সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরেন। এজন্য মহিলার পরিবার-পরিজনেরা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ গাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট চিকিৎসক এবং উনার পুরো টিম সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****